OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 254 - 261
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অভিজিৎ সেনের ‘হলুদ রঙের সূর্য’ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির প্রভাব

পিয়ালী দাস
গবেষিকা, মেদিনীপুর সিটি কলেজ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dpiyali460@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folk-deities, Folk-festivel, Folk-believes, Folk-rituals, Folk-food, Folk-craft, Folk-weapons, Folk-livelihood, Folk-languages, Folk-vehicles.

Abstract
This paper presents a detailed discussion of elements of folk-culture mentioned in the novel “Holud Ronger Surjo” by Abhijit Sen. The novel mentions wish-fulfilling deities such as Kali, Kameswari and Jaher-Than as folk-deities. In terms of folk-festivals, the main popular festival of the tribal Santal community ‘Saharay’ is mentioned. Some rituals are mentioned in the context of this festival. For example, Santal community has a custom of sacrificing rooster, pig etc. to the deity on the occasion of festival and in Namashudra society the ritual of Hari-sankritana is to pray for the peace of the soul of the deceased. Sadhumela is known as folk-mela. The Santal community’s belief in witch-craft in terms of folklore is found in this novel. There are also references to Hindu society’s ban on cow-slaughter and belief in the use of iron. Again, some folk-mantras and medicines are mentioned in this novel regarding the practice of witch-craft. Some Saharay music is introduced in the celebration of the ‘Saharay’ festival. Madal is mentioned as folk-instrument for singing this Songs. Besides, there are mentions of Muri, Khai, Chira and Jaggery as folk-food and Taadi, Pachani etc. as folk-drink. Dhoti is mentioned as a folk-dress. Agriculture, Carpentry, weaving etc. as folk-livelihood and Mural-painting, Woodwork, Mat-craft etc. are mentioned as folk-arts. Kodal, Ax, Da, Henso, Tangi, Lathi etc. are identified as folk-weapons in this novel. In the field of folk-technology, there are references to Dhekki, Dona, Sanko, Wooden-stairs etc. Moreover, various types of folk-languages of the society and some proverbs spoken by the people of the society are mentioned in this novel. All these elements are thoroughly analyzed in terms of the novel’s themes and characters in this paper.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম বাঙালী কথাশিল্পী হলেন অভিজিৎ সেন। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে একজন শক্তিশালী কথাকার হলেন তিনি। বিট্রিশ ভারতের বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহকুমার অন্তর্গত কেওড়া গ্রামে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৪৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় মূলত ১৯৭০ সালে বালুরঘাটে অবস্থানকালীন সময় থেকে। দেশভাগের ফলে ১৯৫০ সালে এগারো জন ভাই-বোনের সঙ্গে তিনিও বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের পথে পা বাড়ান। প্রথমে তিনি কলকাতাতে বসবাস ও শিক্ষালাভ শুরু করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষালাভের কারণে ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া ঘুরে পুনরায় কলকাতাতে এসে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬৩ সালে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড-এ কাজের মধ্য দিয়ে। এরপর ১৯৬৯ সালে তিনি চাকরী ছেড়ে সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের সাথে যোগ দেন। একবছর পরে আন্দোলন ত্যাগ করে বালুরঘাটে স্ত্রী দীপিকাদেবীর আশ্রয়ে বসবাস শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালে প্রথমে বালুরঘাট গ্রামীণ ব্যাংক এবং পরবর্তীতে গৌড় ব্যাংকের চাকরীর মধ্য দিয়ে ২০০৪ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন এবং পুরোপুরী কলকাতাবাসী হন। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় পিসিঠাকুমার গভীর তত্ত্বাবধানে তিনি বাল্যকাল কাটিয়েছেন। শৈশবে পিসিঠাকুমার সান্নিধ্যের ফলে বিভিন্ন গ্রামীণ লোকাচার ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হন। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজে লিখেছেন -

> "আমার ছ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমি প্রায় সব সময়েই পিসিমার সঙ্গে থাকতাম। পিসিমা অজস্র পুজো-পার্বণ, ব্রত, আচার, তাঁর গুরুঠাকুরের বাড়ীতে যাওয়া, তাঁর ব্রতচারী মহিলাদের দলটির সঙ্গে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং সব কিছু আদ্যন্ত লক্ষ রাখা আমার অভ্যাস ছিল।"[১]

এর পরবর্তীকালে যৌবনে নকশাল আন্দোলনে যোগদান এবং গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরীসূত্রে গ্রামীণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে লক্ষ করেন। এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "এক নাগাড়ে যে থাকতে পেরেছি এমন দাবী করি না। কিন্তু পরিণত বয়সের বুদ্ধিতে গ্রাম সম্পর্কে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এই সময় থেকেই শুরু।"[২]

বাল্যকালীন পিসিঠাকুমার সান্নিধ্যলাভ, পরবর্তীতে দেশত্যাগ এবং আরও পরে নকশাল আন্দোলনে যোগদান ও গ্রামীণ ব্যাংকের চাকরী এই বোহেমিয়ান জীবনের প্রভাব তাঁর সাহিত্যকর্মেও লক্ষ করা যায়। এছাড়াও গ্রামীণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয়। তাই তাঁর সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়। এই রকমই লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ তাঁর একটি অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস হল 'হলুদ রঙের সূর্য'। যা ১৯৯৬ খ্রী: মালদা জেলার গৌড় ব্যাংকের চাকরীকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাই এই উপন্যাসের উল্লেখিত গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন -

> "মানুষের চিন্তা-ভাবনা, শিল্প-সংস্কৃতিতে আধুনিকতা খুব কমই চোখে পড়ে। প্রাচীন রীতিনীতি, প্রাচীন নিয়মশৃঙ্খলা এখনও নির্ধারক।"[৩]

'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই লোকায়ত সমাজের দেবদেবী প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। নয়ন ভুঁইমালীর কাছে উল্লেখিত দেবীমূতি যাকে নয়ন বলেছে 'কামেশ্বরী' এবং সুদেব যাকে বলেছে তেল-সিঁদুরে মাখা এক 'তারামূর্তি' আর দালি উল্লেখ করেছে 'কালী বোঙ্গা' বলে। মূলত এই দেবী নর-নারীর কামনা-বাসনা পূরণের পরমেশ্বরী রূপে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় গ্রামের মানুষেরা বিশেষত বাহামণি গোচ ও দালিকে নিয়ে আসে সন্তানলাভের বাসনা পূরণের জন্য। এবং নয়নের মুখে শোনা যায় দেবীর সিঁদুর মারণ-উচাটন-বশীকরণে খুবই ফলপ্রদ।

সহদেব বিশ্বাসদের বেণী নামক গ্রামে 'কালীপূজার' উল্লেখ রয়েছে। এই পূজা হয় মে মাসের শেষদিকে। গ্রামের নিকটবর্তী বাঁশঝাড়ে এই দেবীর থান থাকে। উপন্যাসে লক্ষ করা যায় সুদেব ও মালবিকা বাঁশতলার যে স্থানে বসেছিল তার অদূরবর্তী পূজামণ্ডপে বেণীর মানুষজন কালীপূজার আয়োজন করে। এই 'কালী' হল মূলত কৃষির দেবতা। বেণীর মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। তাই উপন্যাসে কালী পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার দালি ও গোচের সন্তানকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সকল কু-নজর থেকে রক্ষার জন্য 'জাহের থান' - এ পূজা দেওয়ার প্রসঙ্গ লক্ষনীয়। 'জাহের থান'-এ মূলত আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির লৌকিক দেবতা 'মারাংবুরু' - এর পূজা দেওয়া হয়। এই দেবতাকে সাঁওতালরা 'গ্রামদেবতা' রূপেও পূজা করে। গ্রামদেবতা হল গ্রামের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকারী দেবতা। এই থান সাঁওতাল পল্লীর অদূরবর্তী ফাঁকা মাঠ বা শাল-তেঁতুল-বট-পাকুড়-মহুয়া গাছের তলায় অবস্থিত। প্রকৃতিপূজারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল 'জাহের থান'। তাই দালি তার সদ্যজাত শিশুপুত্রর মঙ্গল কামনার জন্য গোচকে 'জাহের থানে' পূজা দিতে বলেছে।

এরপর উপন্যাসে লক্ষণীয় লোকউৎসবের ক্ষেত্রে 'সহরায়' উৎসবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। রাতনী ওরাঁও যাকে বলেছে 'মাতনের উৎসব'। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান ও বড়ো উৎসব হল 'সহরায়'। এই উৎসবের ব্যপ্তি পাঁচদিন হয়। এই উৎসব পালিত হয় কার্তিক মাসে। গবাদিপশুর মঙ্গল কামনায় হল এই উৎসব পালনের প্রধান কারণ। উপন্যাসে দেখা যায় শেষ কার্তিকের এক সন্ধ্যায় সহরায় উৎসব পালন করা হচ্ছে সহা ও গোচের বাড়ির উঠনে। গোচ, রাতনি, শুকরা, বাহামনি প্রমুখ আদিবাসী মানুষজন নাচ-গান ও নেশা করে রাত্রিযাপনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনন্দভোগ করছে।

উপন্যাসে উল্লেখিত লোকমেলা হল 'সাধুমেলা'। চকহরিণার মাহিষ্য পাড়ায় যা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা হল মূলত গানের আসর। এই মেলাতে প্রধানত বাউল ও দেহতত্ত্বের গান গাওয়া হয়ে থাকে। হরিণায় অনুষ্ঠিত সাধুমেলায় নদীয়া, শান্তিপুর, বীরভূম প্রভৃতি জায়গার নামী-দামি গায়কেরা গান করতে আসে। বেণীর সকল মানুষেরা আনন্দ উপভোগের জন্য এই গানের আসরে উপস্থিত থাকে।

উপন্যাসে উল্লেখিত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের পাশাপাশি লোকমন্ত্র, লোকচিকিৎসা ও ওষুধের প্রসঙ্গে বলা যায়- বাহামণি, দালি ও গোচকে নিয়ে যখন নয়ন হাঁড়ির কাছে যায়, তখন নয়ন তাদের বাচ্চা না হওয়ার কারণ হিসাবে বলেছিল দালির জঠরে কেউ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। যার কারণে মাসিকের সময় প্রতিমাসে ব্যথা ও বাচ্চা হতে সমস্যা হচ্ছে। তাই নয়ন জলপড়া করে দেয়। সেই জলে একটা শিকড় বেটে খেতে বলে দালিকে। দালি সেই জল ও শিকড় তিন মাস খায়। এরফলে তার মাসিকের ব্যাথা বন্ধ হয় এবং সে সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু সেই সন্তান মারা গেলে সে পুনরায় নয়ন হাঁড়ির কাছে যায়। নয়ন 'পানতেল' করে জানতে পারে, যেজন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে সে দালি ও গোচের আপনজন। পরবর্তীতে নয়ন হাঁড়ির কবিরাজিতে দালি ও গোচের আরও দুইটি সন্তান হয়, কিন্তু দুটিরই মৃত্যু হয়। তাই দালি বিশ্বাস করে ডাইন তার সন্তানদের খেয়ে ফেলেছে। দালি ও গোচের কথোপকথন থেকে জানা যায় দালি বিশ্বাস করে সহা কিসকুর সন্তান ও স্ত্রীকে গোচের মা ডাইন হয়ে মেরে ফেলেছে। যা দালির মনে ডাইন, পিশাচ, ভূত-প্রেতের প্রতি বিশ্বাসের দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেছে। আবার ঘটনা পরম্পরায় জানা যায় বাহামণির মনেও রয়েছে পৃথিবীর অন্ধকারের জীবের অস্তিত্ব। বাহামণির সহাকে বলে পাহান পাড়ায় দু-একটি শিশু ও পশুদের মৃত্যুর পেছনে রয়েছে ডাইনের কু-নজর। তাই ওরাঁও-রা তেল নিয়ে যাবে গুণমানের কাছে কারণ গুণমান 'পানতেল' করে ডাইনের সনাক্তকরণ ও রক্ষার উপায় বলে দেবেন এই বিশ্বাসে। পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় দালির তৃতীয় পুত্রসন্তান একবছর থেকে তারপর মারা যায়। এই শিশুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য হরিণার আদিবাসীরা নয়ন গুণমানের কাছে যায়। নয়ন গুণমান একদিন গভীর রাতে চকহরিণায় আসে, অনেক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করে নয়ন। মাটিতে দাগ কাটে, শূন্যে দাগ কাটে, পানপাতায় তেল মাখায় সেই সঙ্গে কিছু মন্ত্র পড়ে। তারপর সেই পানপাতা লম্ফের উপর ধরে। কিছু সময় পর সেই পাতার উপর কালির স্তর পড়ে। সেই কালির উপর তেল ঢালে। সেই তেল কালির উপর নানা বলিরেখা তৈরী করে। তখন নয়ন বলিরেখার মধ্যে খোঁজে সেই আপনজনের মুখ যে কিনা দালির সন্তানদের মৃত্যুর কারন। এরপর নয়ন মাটির উপর হাঁটু গেড়ে বসে মন্ত্র বলে -

> "যেবা থাক গোপনে-আকাশে-ভুয়ে-বিক্ষে-শোশানে-মোশানে, যেবা থাক রন্তরীক্ষে-দরশনে, মুঁয় লয়ন গুণমান, লয়ন হাড়ি, বাপের নাম মাদারা হাড়ি, নাই হেন ডাকিনী-যোগিনী-পিরেত-পিশাচ না চিনে মোক্, সাগগো-মততো-পাতাল ঢঁড়ে আনব তোমাক ইখানে- ই পাতার আরশিৎ।"[৪]

এরপর ছককাটা ঘরের তিনটি বিন্দুতে তিনটি সুপারি রাখে। পানপাতাটি সেই সুপারির উপর রাখে। তারপর মন্ত্র পড়ে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আউর গাছি গুয়া তার চিরল চিরল পাত,
মুই কন্যা, গুয়াৎ আনিনো বজ্রাঘাত।
গুয়া-পানেৎ আয় লাগিনী,
গুয়ার উপর চড়িয়া আসিল চৌষট্ ডাকিনী!"[৫]

এরপর দালিকে ডেকে পানপাতার মধ্যে স্বজনের মুখ অনুসন্ধান করতে বললে দালি তার ভাসুর সহা কিসকুর নাম বলে। ফুলমণি নামে এক সাঁওতালীনি ও বাহামণিও (সহা ও গোচের পিসি) এই গুনমানির বিচারে সম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু রাতনি ওরাঁও সংশয় প্রকাশ করলে গাজোলের সিমন হেমরমকে ডেকে পাঠানো হয়। সিমন হেমরম হল তিন জেলার শ্রেষ্ঠ জানগুরু। গভীর রাতে সিমন হেমরম গণনা শুরু করে। সিমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বর্ননায় রয়েছে সিমন একটা লাল রঙের মোরগের গলা কেটে শালপাতার দোনায় সেই রক্ত ধরে রাখল। সিমন এক চেলা মানুয়েল দুটা পায়রার মুন্ড ছিঁড়ে থানের গাছতলায় ছুঁড়ে দিল। সিমন পাঁচটি শালপাতায় রক্ত মাখাল। একটা বাটিতে রাখা ভিজে আতপচাল সেই পাতায় পিণ্ড আকারে সাজায় এবং চামর দিয়ে তার উপর ব্যজন করে। তারপর লোহার শলাকা দিয়ে মাটিতে কয়েকটি সমান্তরালভাবে দাগ কাটে, এবং মন্ত্র বলে-

"ই হইল ধরম ঠাকুর, তুলসী ঠাকুর, দা-আসে আর লা আসে।"[৬]

এরপর দাগগুলোর ওপর চাল, সিঁদুর, তেল ছড়িয়ে দিতে দিতে সে মন্ত্র বলে -

> "দেখতো মাই, পুরুবে, পচ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ডাককালী, ডাকনীকালী, শ্যামাকালী, পাগলীকালী, মশানকালী, জহুরাকালী, বুড়িকালী, ভুন্ডলী, মাসনা, লোগোবুরু, ঘন্টাবুরু, গাড়িবুরু, মরচাবুরু, চাতোমবুরু, মিথা মুনি মায়নোমতি আলম আঁকায়।"[৭]

তার দুই চেলা এই মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের টুকরো দুটি শরীরের দুই পাশে সমান্তরালে রেখে ধীরে ধীরে দূরে নিচ্ছে এবং কাছে আনছে, এরপর সিমন আদেশের সুরে বলতে থাকে -

> "দেখতো মাই- বাহামণি, ফুলমণ, সুফল টুডু, মাংরা, রাইমনি, রাতনী ওরাইন, সুমি কিসক্, শনচারণ, বড়বুধি, (ভিড়ের ভেতর থেকেও নাম আসতে থাকে) বিরসি, মুংলি, সাবিত্তিরি, লেংড়ি বুধি, মারাং, সহা কিসকু।"[৮]

এই সহা কিসকু নামে চেলাদের হাতের বাঁশ বেজে ওঠে, তখন সিমন বলে -

> "আমার কোন দোষ নাই, মোড়ে হড় পঞ্চজন-বাঁশে বাঁশ বাজে, আর সুমতি-মার সুমতি সত্য কথা বলে।"[৯]

এরপর সিমন হেমরম মোরগের রক্ত ও তেল শালপাতার দোনায় নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে -

> "তেল তেল রায়ে তেল-মাম তেল কুসুম তেল, ই তেল পড়হাতে কী উঠে-ডান উঠে-ভূত উঠে ফোকসিন উঠে, বিষ উঠে। কে পড়ছে- জানগুরু সিমন হেমরম আজ্ঞা-হাঃ!"[১০]

এরপর মারাং সেই ডানের নাম জানতে চাইলে সিমন সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে আবিষ্টের মত মন্ত্র পাঠ করতে থাকে, - "নি তেবে কালনা বোঙ্গা কবুতর মুরগার রক্ত, তুমার শিরে চাল, সরিষা, তিসি, তিল, শকুনির ঠোঁট, ভাল্লুকের নখ, ফাঁসুরা দড়ির পাঠ, হাতোৎ পর তেল হল্লপল্ল-হল্লপল্ল-কে সেই মানুষ? কে সেই ডান? কই বা বোঙ্গা-মাস্না-শুরা? নাম বল্!"

"আর সুমতি-মার সুমতি নাম বল্!
আরে হীরমণি চম্বামণি মঁয় তম্না
লাগরিঘর নাস্ন নাস্ন গুরুয়াবাতি-
করলম রে তাই তরলম রে—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তস্কর পানি-ঘাটে বড়া
থাকলরে গিরে ঢাক
কার দোষ কোন্ দিয়া হায়?
তোকারে মারব মহাশয়-
জ্বলন্তি গুরু সঙ্গ-
কোন্ মহাশয় আইয়াছে?
কোন্ মহাশয় বইয়াছে?
ছোট্ট কপাট ভাঙা চাল
দুই ভাই দোকা দুয়ার-
কপাট ভুজাইল সুতল সুতল-
ঈশান কোন পঞ্চতল
বুরুপাহাড়ে বাণের পাট-
ছোট্ট কপাট ভাঙা চাল-
দুই ভাই দুই ঠাঁই!”[১১]

এইভাবে মন্ত্র পড়তে পড়তে তেল-রক্ত মাখা একটা শালপাতায় ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখে এবং আচ্ছন্নের মতো সেই ভাবেই পা ফেলেতে ফেলেতে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সহা কিসকুর বাড়ির সামনে সে এবং বাকি সকলে উপস্থিত হয়। এরপর সিমন একখানা শাবলের মাধ্যমে সহা কিসকুর বাড়ির সামনের মাটি খুঁড়ে বের করে আনে ফাঁস লাগানো পাটের দড়ি একগোছা এবং মাটির সরায় দুখন্ড হাড় এর থেকেই আদিবাসী সকল মানুষ বিশ্বাস করে সহা কিসকুই ডান হয়ে দালি ও গোচের সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে যার ফলস্বরূপ গোচের হাঁসুয়ায় প্রাণ দিতে হয় সহা কিসকুকে। এর থেকে বোঝা যায় লোকায়ত সমাজে ‘ডাইনপ্রথা’ - এর প্রতি বিশ্বাসের গভীরতাকে। সভ্য সমাজে এই প্রথার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এই প্রথার কারণেই বহু নিরাপরাধ আদিবাসী মানুষকে হত্যা করা হয়। এই প্রথা মেনে চলার প্রধান কারণ হল দারিদ্র্যতা ও শিক্ষার অভাব। আর একটি মূল কারণ লক্ষ করা যায় তা হল চিকিৎসা-পরিষেবার অভাব। এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় সহা হল বনমালী ঘোষের জমির আধিয়ার। কিন্তু বনমালী সেই আধিসত্ত্ব জমিতে রিভার লিফট বসাতে চায়। তাই সে সহার কাছ থেকে সেই জমি কেড়ে নিতে চায়। যার ফলে সহা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে পড়ে এবং তার আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই অসুস্থতার কারণে তার সম্প্রদায় তাকে ডাইন বলে চিহ্নিত করে। আবার অনেক সময় ডাইন বলে চিহ্নিত করার পেছনে ক্ষমতাবান সমাজের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসেও সমাজে ক্ষমতাবান ও সুবিধাবাদী বনমালী ঘোষের প্রভাব যে রয়েছে, তা অনিল ও কন্দর্প ঘোষের কথোপকথনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে লেখক উল্লেখ করেছেন।

শুধুমাত্র অশিক্ষিত সমাজের মধ্যেই নয় লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কানু মাস্টারের মতো শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও। যে একজন স্কুলের শিক্ষক এবং পার্টির কর্মী। কন্দর্প ঘোষের কথা থেকে কানু মাস্টারের লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় জানা যায়। কানুর নতুন বিয়ানের গরু কুলোকে বান মেরেছিল বলে তার বিশ্বাস হয়। কারণ যে গরু, দুই মাস যাবৎ চার সের করে দুধ দিতো হঠাৎ একদিন মাঠের নতুন ঘাস খেয়ে সেই গরুর বাট থেকে দুধের বদলে রক্ত ঝরতে থাকে। তাই সে নয়ন হাঁড়ির কাছে যায় এর থেকে রক্ষার উপায় খুঁজতে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে হরিণার বিলাতি বুড়ি নামে এক আদিবাসী মহিলার চোখের দৃষ্টিতে বান মারার ক্ষমতা আছে। তাই কোন বাড়িতে খই বা মুড়ি ভাজার আয়োজন হলে দরজার সামনে কোন বাচ্চাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সেই বিলাতি বুড়ি আসলে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়ার জন্য। সেই বুড়িও নিজে বিশ্বাস করে যে তার নজরে বিষ আছে। এইসব প্রসঙ্গে লোকবিশ্বাসের দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়াও যে দিন রাতে গোচ সহা কিসকুকে খুন করে সেদিন রাতে গোচ হাঁসুয়া নিয়ে ঘুমায়। কারণ হাঁসুয়া হল লোহার তৈরি। লোকসমাজের বিশ্বাস লোহা হল এমন এক ধরণের ধাতু যা কাছে থাকলে কোনো অশুভ শক্তি কাছে আসতে পারে না। এবং এই উপন্যাসে সেই বিশ্বাসের দিকটি ফুটে উঠেছে। আবার সহদেব বিশ্বাস বলেছে -

"আমি গো-হত্যা করমো।"[১২]

এই উক্তি থেকে হিন্দুদের গো-হত্যা না করার ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ হিন্দুরা গরুকে দেবতা স্বরূপ পূজা করে। তাই তাকে হত্যা করা তাদের কাছে পাপের সমান। ঘোষ পাড়ার গরু বেণী নামক গ্রামের মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে পড়লে সহদেব বিশ্বাস এই উক্তি করেছে।

উপন্যাসে লোকচিকিৎসা ও ওষুধের কথা প্রসঙ্গে নয়ন হাঁড়ির পেশা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন লোক ঔষধের বিক্রির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছন। সেগুলি হল কামাখ্যার ঋতুবড়ি, শিবলিঙ্গ সদৃশ্য ফল, নানা ধরনের শিকড়, গাছড়া, বিভিন্ন ধরনের পাথর, ধাতু বিক্রি করে নয়ন হাঁড়ি।

উপন্যাসে লোকাচার প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিষয়গুলি হল আদিবাসী সমাজের উল্লেখযোগ্য সহরায় উৎসবে মোরগ, শুকর কাটার ও নাচ-গানের রীতি। আর সহা কিসকুর মৃত্যুতে সহদেব বিশ্বাসের বেণীতে হরিসংকীর্তনের অনুষ্ঠান। মৃত ব্যক্তির আত্মর শান্তি কামনায় এই হরিসংকীর্তনের রীতি রয়েছে লোকসমাজে।

লোকখাদ্য হিসাবে উপন্যাসে মুড়ি, গুড়, চিড়ে, খই প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। লোকপানীয় হিসাবে নেশার কিছু পানীয়ের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি হল তাঁড়ি, পচানি প্রভৃতি। লোকপোশাক হিসাবে আদিবাসী সমাজের সহরায় উৎসবে ব্যবহৃত হলুদ রঙের ধুতির প্রসঙ্গ রয়েছে।

উপন্যাসে যে সমস্ত লোকজীবিকার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল- সহদেব বিশ্বাস বেণীতে আসার পূর্বে তার জীবনধারনের উপায় স্বরূপ ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছে। নয়ন গুনমান তার বংশের জীবিকা প্রসঙ্গে গুণমনি, ওঝালি, কবিরাজ প্রভৃতির উল্লেখ করেছে। বেণীর মানুষজন তাদের জীবনধারণ করেছে ধান সেদ্ধ করে সেই ধান কোটে-ভেনে হাটে বিক্রি করে, পূজা-পার্বণে চিড়া-মুড়ি-খই বানিয়ে, মাছধরে তা বাজারে বিক্রি করে, চাষবাস করে। লোকশিল্প বলতে উপন্যাসে কাঠ শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। সহদেব বিশ্বাস কাঠের জলচৌকি, প্রদীপ রাখার গাছ, পিঁড়ি প্রভৃতি তৈরি করে লস্করের হাটে বিক্রি করে। এছাড়াও খেজুর পাতার তৈরি চাটাই, মাদুর, প্রভৃতির এবং কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেওয়ালচিত্র বা নকশার প্রসঙ্গও উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। ফুলমণি নামে এক সাঁওতাল রমণী রাসপাড়ার সমিতির মাটির কুটিরের দেওয়ালে রঙিন মাটি দিয়ে লেপে ফুল, ফল, পাখি প্রভৃতি আঁকে।

উপন্যাসে লোকগান হিসাবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহরায় উৎসব উপলক্ষে 'সহরায় সেরেঞ' বা 'সহরায় সংগীত' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সহরায় লোকসঙ্গীতে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-দর্শন প্রভৃতির কথা সহজসরল ভাবে বর্ণনা করা হয়। প্রথম গান শুকরার কণ্ঠে শোনা যায় -

> "তুমি আমাকে ঘর থেকে বাইরে বের করেছ, তুমি আমাকে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ!"[১৩]

দ্বিতীয় লোকগান রাতনীর কণ্ঠে শোনা যায়। রাতনী চাঁদের দিকে তাকিয়ে সুরেলা অস্পষ্ট উচ্চারনে বলল -

> "খেজুর আর তালগাছের মাঝখানে একটা ডিবুর গাছ ছিল। সেই ডিবুর গাছের ডালে একটি টিপচুই পাখি শিস দিচ্ছিল। আমি সে পাখি দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে শিস দিয়ে ডাকছ। আমি ছুটে সেই খেজুর আর তাল গাছের মাঝখানে গিয়ে দেখলাম, হায়, কেউ কোথাও নেই। হায়রে হায় কেউ কোথাও নেই, শুধু একটি টিপচুই পাখি!"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই গানগুলির মধ্যে দিয়ে সহা, রাতনী ও শুকরার ত্রিকোন প্রেমের সুখ-দুঃখের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি উপন্যাসে বাউল লোকগানের উল্লেখও পাওয়া যায়। যার আসর চকহরিণার মাহিষ্য পাড়ায় বসে। এছাড়া লোকবাদ্যযন্ত্র হিসাবে উপন্যাসে সহরায় উৎসব উপলক্ষে মাদল বাজানোর প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। লোক তৈজস হিসাবে উপন্যাসে লক্ষ করা যায় কাঁসার ঘটি, বাটি, মাটির কলসি, হাঁড়ি প্রভৃতির প্রসঙ্গ।

উপন্যাসে বহু লোকভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা- 'গিঁট' যার অর্থ হল 'দ্বীপ'। 'আফির'-এর অর্থ হল 'ব্যাপার', 'ছেলে' অর্থে 'চেংড়া' শব্দের প্রয়োগ, 'এলাকথা' মানে 'এইসব কথা', 'অকাম' মানে 'ভুল কাজ', 'বাহে' অর্থ এখানে 'বাপু হে', 'বন্ধু' অর্থে 'মিতা' শব্দের প্রয়োগ, 'মা' শব্দের বদলে 'মাও' শব্দের প্রয়োগ, 'মণ্ডল' বা 'পরগনাইৎ' অর্থ হল 'বিশেষব্যক্তি', 'বেবাকই' মানে 'আর বাকি', 'শরিকান' অর্থে 'ভাগীদার', 'কথাপারা' মানে হল 'কথার উপস্থাপন', 'তংকেই' অর্থ হল 'জন্য', 'চিকা' যার অর্থ 'ছুঁচো' (এটি মূলত সাঁওতালি ভাষা), 'কাজিরায়' মানে 'দাঙ্গা বা বিবাদ', 'ভাস্তা' যার অর্থ 'ভাইপো', 'আবাং' মানে 'নির্বোধ' (এটিও একটি সাঁওতাল ভাষা), 'হাউশ' অর্থ হল 'আক্ষেপ', 'কুনঠি' যার অর্থ 'কোথায়', 'সাজের বেলা' বলতে 'সন্ধ্যা বেলা', 'ক্ষতি' অর্থে 'খেতি' শব্দের প্রয়োগ, 'বোঙ্গা' যার অর্থ হল 'দেবতা' (এটিও একটি সাঁওতালী ভাষা), 'তরাস' যার অর্থ হল 'ভয়', 'ছামুতে' যার মানে হল 'সামনে', 'হিক্কা' যার অর্থ 'হেঁচকি', 'পাহান' যার অর্থ হল 'দলনেতা বা পুরোহিত' প্রভৃতি লোকভাষার প্রয়োগ উপন্যাসে লক্ষণীয়।

এছাড়াও উপন্যাসে কিছু প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে তার কিছুটা ভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যথা- সহদেব বিশ্বাসের মুখে উচ্চারিত হয়েছে 'সাপ মাইরে ল্যাজে বিষ রাখা'। ভবেশের মুখে শোনা যায় 'ঘরের খেয়ে পরের কাম' ও 'মগের মুল্লুক'। ফণী মোক্তারের মুখে শোনা যায় 'যে পূজার যে মন্তর' প্রভৃতি।

উপন্যাসের মধ্যে কিছু লোক যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল কোদাল, কুড়াল, দা, শাবল, শাবল, খন্তা, ক্ষুর, কাঁচি, করাত প্রভৃতি। এবং কিছু লোকজ অস্ত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন- হেঁসো বা হাঁসুয়া, টাঙি, তীর-ধনুক, লাঠি, বল্লম, শরকি প্রভৃতি।

উপন্যাসে লোকপ্রযুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন নয়ন হাঁড়ির বাড়ির বর্ণনায় বলা হয়েছে কর্কশ রুক্ষ চেহারার মাটির বাড়ি নয়ন হাঁড়ির। তাল গাছের গুঁড়ি চেরাই করে উপরের আড়া ও পাড় প্রস্তুত করা হয়েছে। বাঁশের বাতার ফ্রেম এবং বাড়ির চালা খড়ের। বেণীর মানুষজন প্রত্যেকের বাড়িতে লক্ষ করা যায় ঢেঁকির ব্যবহার যা তাদের ধানকোটার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং মাটির উনুনের ব্যবহার যা মূলত ধান সেদ্ধর কাজে ব্যবহার করা হয়। সহা কিসকু ও সহদেব বিশ্বাসের কথোপকথনে চাষের সরঞ্জাম হিসাবে হালের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। বেণীর মানুষেরা বেণী ও মেখলার মধ্যে যাতায়াতের জন্য নদীতে বাঁশ পুঁতে বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত করে যা ফলে তাদের নদীর উপর দিয়ে যাতায়াতে সুবিধা হয়। গম চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা পূরণে বেণীর মানুষজনের মধ্যে 'দোন' এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাঠের তক্তা দিয়ে এই দোন তৈরি করা হয়। যা বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তির উন্নতির ফলে লুপ্তপ্রায়। এছাড়া বাঁশের মাচান যা মূলত শয্যার জন্য ব্যবহার হয়। এছাড়া রাসপাড়ার সমিতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে তালগাছের গুঁড়ি কেটে নিপুণভাবে সিঁড়ি ও বসার স্থান প্রস্তুতের কথা। লোকযান হিসাবে উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে নৌকা, মোষের গাড়ি প্রভৃতির প্রসঙ্গ যা মুলত লোকায়ত সমাজের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং লক্ষ করা যাচ্ছে অভিজিৎ সেনের 'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির প্রভাব খুবই দৃঢ়। ঔপন্যাসিক যেহেতু জীবনের একটা দীর্ঘ সময় গ্রামীণ মানুষের অনেক কাছাকাছি ছিলেন তাই তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে কমবেশি লোকসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

Reference:

১. সেন, অভিজিৎ, অলৌকিক প্রতিস্পর্ধা, উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ই অগাস্ট ২০০৫, পৃ. ১২৯

২. সেন, অভিজিৎ, কি লিখি – কেন লিখি, কোরক, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃ. ৫৯

৩. সেন, অভিজিৎ, হলুদ রঙের সূর্য, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৩

৪. তদেব, পৃ. ৯৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ৯৫
৬. তদেব, পৃ. ১৩৪
৭. তদেব, পৃ. ১৩৪
৮. তদেব, পৃ. ১৩৪
৯. তদেব, পৃ. ১৩৫
১০. তদেব, পৃ. ১৩৫
১১. তদেব, পৃ. ১৩৫-৩৬
১২. তদেব, পৃ. ১১৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩২
১৪. তদেব, পৃ. ৩৩